তৃতীয় অধ্যায়
ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দার্থ ও ক্রিয়া ব্যবহারে
ঝাড়খণ্ডী বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে অষ্ট্টিক ভাষার সম্পর্ক

ধ্বনিতত্ত্ব : স্বর ও ব্যাজন

ঝাড়খণ্ডী বাঙ্গালা ভাষার মৌলিক স্বরধনি অ, আ, ই, উ, এ, ও (কচিৎ) অ্যা
এখানকার উচ্চারণে স্বুহুমাত পাওয়া যায়। এই ধ্বনিটি শ্যাম (শেষ), তাল (তেল),
চ্যাতন (চেতন), ত্যাতুল (তেতুল) প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত অষ্ট্রিক
‘আ’ স্বরধনি থেকে এসেছে। আবার ‘অ’ এর বিবৃত ধনি হিসাবে ‘অ’ রূপ নিয়েছে।
এটাও অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর কাছ থেকে ঝাড়খণ্ডী বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণে এসেছে।

আপাবা, আলা > আলো (সাঁও > মা বা)

পূর্ব-মন্ত অনেকগুলি। অ, আ, ই, উ, এ, এগুলি মূলধনির অপলবিন্যান অন্য ধনির
সামন্দরের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। ড. বীরেন্দ্রনাথ সাহার মত— "অ, আ, ই, উ, এ প্রত্যেকটি
স্বরধনিই বিশেষ অবস্থা ও অবস্থানে স্বল্প প্রভেদক উপধনি বা উপধনি সুদৃশ স্থানাত্তর
ঝাড়খণ্ডী বাঙ্গালেও সুলভ। ই, উ ও অবস্থানে য (ইয়া, ইয়া, ইয়া) উচ্চারিত হয়।
আবার অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতেও এগুলি লক্ষ্যীয়। পৌরসিদ্ধে য ধনিনি নেই।
ঝাড়খণ্ডীতে শেষ বাজন ধনিটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই একক হিসেবে উচ্চারিত হয় যেমন,
চুইল, কুইল, কদাইল (কোদাল) মাইকর (মার)। কুলি (সী) > কুলিহি (আ বা)। "ঝাড়খণ্ডী
বাঙ্গালা ভাষার মূল শব্দে যদি 'আ’-ফলার অতিন্ত থাকলেও এখানকার সব শব্দগুলিই
সরলীভূত একক বাজন” — যেমন — মধ্য > মইধ (ইতুইক পাইখটী মূল বন চরে)
(অপিনিহিত) সতা > সাহায়, শীূণ > শূইন (তিরিয়া মরিলে গিরহ শূণ)। ঝাড়খণ্ডী বাঙ্গালা
ভাষাতে লোক ‘ই’ স্বর বিপর্যের ফলে দীর্ঘ হয়েছে যেমন, রাত্রি > রাতি > রাইতু, পাক্ষি > পাইখু, আনিব > আনিবে অস্ত্র ভাবার ক্ষেত্রে তিনি, তিস > তিসে।

‘উ’ প্রায় সব জায়গাতেই শান পরিবর্তন করে। যেমন — ইক্সু > আখু > আউখ এটি বিপর্যায় এ উ’ ধরনিটি অগ্ধ নয়। আবার কখনো কখনো ‘উ’ ধরনিটি ‘ই’ ধরনিটি পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন বুমুর > বুমুইর, পুখুর > পথুর। রুপট উচ্চারণে শব্দের মধ্যে ‘আ’ উচ্চারিত হয়। হরিয়া > হরা, হোড় হোড়া; আবার অস্ত্রক ভাবার পৌরসিতে হেঁড়া > হেঁড়া, হেঁড়া, প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনির উচ্চরন আছে ওমনি > অমনি > আমনি, হোড়া চেহ ও আঙ্গ (সেনকাতে এবং আওইমে = গিয়ে দেখে এসে।

দ. দীর্ঘনাথ সাহা বলেছেন — “ঝড়মায় উপভাষায় ব্যাঙ্কনন্দনি এইরকম : কঠিনকিং ক, খ, গ, ঘ, তালবা চ, ছ, জ, ঝ, এ, মূর্ধন্তা ট, ঠ, ড, তাড়িত ডু, ঢ, ঢ্ড, দ, ধ, প, প্লাস্ট প, ফ, ব, ভ, ম, অতঃস্থ য, কম্পিত র পার্থক্য ল, উদ্ধ শ, স, হ এবং প্রাণিত নাসিকা মূল, হং, রহ, এবং যং। যেখানে পারসিতে কঠিন ক খ, গ, ঘ, (ও ধরনি নাসিকা) মূর্ধন্তা ট, ঠ, ড, তাড়িত, তালবা এ, তালু দত্তমূলীয় চ, ছ, জ, ঝ, দত্তমূলীয় র, ল, ন, য, ও ম, দত্ত ত, থ, থ এবং বিশুদ্ধ ওধ্যা পুণ্ডু, ব, ভ, ম সুতরাং ঝড়মায় বাংলা ভাবার ধরনি ও পৌরসিনি ধরনি অনেকটাই সামনা সামনি। পৌরসিতে এ ঘাটা স্বরাং ত অনুসারি ব্যবহার হয়। ‘ও ও এ’ ‘ন’ ‘ম’ নাসিকা ধরনি হওয়ায় ঝড়মায় বাংলা এর প্রভাব পড়েছে ফলে শিক্ষা মান্য চলিতের তুলনায় এই ভাবা ‘মটা’ বা মোটাভাষা। ও > অ, অ > ো, ূ > ম, সংসার > সাঙ্কসার।

বিভিন্ন স্বর ও ব্যাঙ্কনন্ধনিগুলির অবস্থান, তত্ত্ব ও প্রকৃতি

অ আদিতে আছে অমূর্ত (অ-প্রভাত বা বা) অধুয়া অধীন হোড়, লোড এ ওশুয়া (মুরুক) অস্থা কথা। সাংওতালীতে অকারে, অল, জম।
খলুচুচু অং অড়, অল্মা, অপস্ট অনুলদু মার্গক্রতীতে সাঁওতালীতে খন, খন, খং চ মধ্যে আছে শিমল (শাম্মলী), ঢঁড়া (ঢটকা) সাঁওতালীতে থাকাও

উৎপত্তি: আ মূল থেকে অইরা (আতীর), গতর (গত্র)

প্রত্যয় যোগে ঢাকই (ঢাকায়, বাড়ী বাড়ী গালি আলায়, অলাল ল-শাড়ী) ওড়িয়ার প্রভাবে (আ > অ) রজ্জা রজ্জা, পতা (পতাত) নির্দেশক টা > ট আমার কথাটাত শুনিনে জাও।
উ > সর্বন নখা, সবরনরথা (সাঁওতালী) (সুবর্ণরোথা), গছ (গুছ), রগনা রঙ্গ।

এ > নার্কল, নাড়কল (নারিকেল) মাটা হেড়, তেলেও।

ও > আদিতে আ ও হিসাবে ব্যবহার হওয়া ও বাড়খীতা বাংলা উভয় ভাষার কেন্দ্রেই লক্ষ্যীয়। বাড়ক্রীতা বাংলাতে ও, সমৃদ্ধন্ন ব্যবহার হয় — অ মিনি নাই কাগগ ও ও >
অকাগ, ওই > বহ (বহুবং)

সাঁওতালীতে অ > ও (‘রা উঃ (’রা) ব্যবহার আবার কখনো কখনো (রা) ই কার হিসাবে ব্যবহৃত হয় গোলাল > গায়লা > গুয়লা (হওয়া)।

ই - ই দেশে - নই; পুষ্টিম দেশে, রে ভাল উচারণে বাড়খীতা বাংলা ও পৌরসি ভাষার মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ‘কলের ছানা কলে, ধূলার ছানা গলে।’ চর (চোর) > চুর
হামার ঘরে সাঁইদই ছিল’ — গোথ > গথ, জড় < (জোঁ ড়া) কথা < কথা; গোটা (গোটা)
লক্ষ এ নোডা > লাড়া।

আনন্দাবন্ধু পশ্চাত হর (বিবর্ণ)

মুল আ শব্দের আদিতে আশিন (আশিন), আলিস, অপুষ্ট মধ্যে আছে থান (স্থান) ঘাই
(ঘায়) কাপাস সৌরসিতে আছে গাজাড়া, অত্যন্ত আছে টুপা, বুদা (রোপ) ভূতা, নামে
ডামা, কিতা, বুক, লুলা, সাঁওতালী মাই উৎপত্তি মুল থেকে (আব্দ) সংযুক্ত ব্যাক্তনের
সরলী হলে অফুল্কিকা > আক্ষিন, গোলাঘ (গোলং), কাকই (কক্ষিকা), ছামু (সমুক)।
শ্বাঙ্খাত্ত হলে আব্দরা (অব্দরা) তামাল তমাল, কাবাট (ক্পাট, সাত ডিলা বিটি রামিল)
মাহাজন (মহাজন), মহিনিরি (মহেদ্র) সাহস (সাহস), চান্দাল (চান্দাল)। নাসিকা সংযুক্ত
ব্যাঙনের পূর্বধরে চংপা (চংপা, এক গাছ চংপা হয় দেওরা ডালি নোয়াই), আঙ্কা (অঙ্ক)। উদ্বৃত্ত স্বরের সক্রিয়তার থপা (সত্যক)। সমস্ত পদ হলে যেমন গর্ভ (গর্ভ) খাওয়া। ধৃতরাষ্ট্র (ধৃত) ধারাপিশে, হরিদ্বী। অনুকৃত শব্দ ছেলাছেলঃ ঝরণা, ঝরার, ফটকটু, তৃচ্ছার এখন ঘটে যেমন তিরিজা (তীর) সরসতি (সরসতী)

ঝ > ইঁকু > আখ > আখ (আখ বাড়ির ধারে কার ছেল্যা) কাদে। স্বরাগমে ‘আ’ হয় — অবা (বাল্যা) — বিপ্লব ঘটলেও — বিক্রম > বিক্রম, বৰ্তী > বারবত

‘ই’ উচ্চাবহিত সমূহ স্বর (সংবুত)

আদিতে ইদ (ইন্ধ) ইত্তা (ইন্ধিত), ইলো।

মধ্যে নিনন (নিনম) — নিশ্চন (নিশ্চিত ডিং, ডিঙ (নিঃসীল শব্দ)

অন্তে — থতি (থতি) কুখার লে আলে বধু কুখায় তুমার থতি) টাটি (অত্বিক শব্দ) (টাটি ভাঙ্গে দিইত সব খাল্যা)

চী নামে — হুগী, সিদ্ধি, সিদ্ধি

ছুক্র শব্দে গুলি, গুলি লুলি

মার্গ নামে — কারিম, পুটকী

উৎপত্তি

অ > ‘ই’ — সঙ্গন > সিআন

আ > ‘ই’ — পার্শ > পিশ

ঈ > ‘ই’ — দীপক > ডিবো,

উ > ‘ই’ — বাহু > বা, পরস্মায় > পরস্মাহ, বা > বাহি, যোমন > জাহবন > জাইবন

ঝ > ‘ঈ’ — শূলাল > শিকড়ি, ঘুঁনা > ঘ্না

এ > ‘ই’ — কেতক > কেয়া > কিয়া। সায়তলী উচ্চারণে বেলা > বিলা, সে > সি

অপিনিহিতি ও সৃঙ্গাবিংশত্সে লম্ব ‘ঈ’ — কুল > কুইল, চুল > চুইল, মার > মাইর, কুঠার

১৩৩১
> কুইঢার; কঠিন কুইঢ়ি, খাট > খাইট, কোদাল > কোদহল। কুটার > কুইঢার আদি
স্বরাগমে — সুল > ইসুল, স্টেশন > ইস্টিশন (আমার টুসুর একটি ছেল্যা ইসুলে দিব)
মধ্য স্বরাগমে — কুপণ > কিরিন (তোমার কিরিন গিরি আমার দেদার পছন্দ)
সম্প্রসারণে — বিশালা (বেয়ান) (আইসহ বিশালা, বসতে দেলয় উচ্চ পিড়ায়)
স্বরভাবিতে — মহেদ্র > মাহিনদিরি, গৃহস্থ (গিরস্ত) (বাহরিয়া দেখল দিদি, কত বড়
গিরস্তর বেটা ডালিক)। মূলি (মিঝি) (ছাঁটলে মিঝি সামাইছে) বৃক্ষ (বিরিখ ) (যে
বিরিখের ডান নাই তার জীবনের আশাও নাই) জুন > গিয়ান (আমার গিয়ানে এমন
কথা শুনি নাই)। ধান > ধেয়ান (ধেয়ান করিয়া তাকে ডাক) হড়-ডড়তে ঈ মূল ই'
কেতে সীমিত যেমন সংগী < সঙ্গী। সঙ্গী সাধীর দেখা পালে কলাবড় মনের কথা।

উ পশ্চাদঘটিত কুষ্ঠিত উচ্চস্বর ?

শব্দের আদিতে উ রক্ষিত আছে, — উপকার / উবঙ্গার, উখুলা, উকুন।

অস্ত্রিক শব্দ — ইড়া, ইডুগ। সাধারণ শব্দে ‘উ’এর ব্যবহার — বড় > বহু (মুল
শব্দ প্রাৰ্কৃত), মধু > মহু, ইকু > আখু, লুট, কেড়ু (ছোট কাড়া)। বাব্বি নামের ক্ষেত্রে ফুচু,
ধুগ, বাক্সারিওতু নামে — পুইতু, কুইলু, হাগুলু, ভিবুর। আদরার্থে ব্যবহার — অধরা;
তুচ্ছার্থক উ — প্রতায়ণ শব্দে — ফুলু, লালু, হারু (গাই ন গরু, নিচিত যুবায় হারু)
অনুবর্ত বাপক — যুমা > ঙ; নুমে > নু; ধুমে > ধু।

উত্তপতি অ > দু — হর্তু > হুহুতি, আঘ > আও, ভিন > ভিনু, সর > সব। সাতোতালী
উচ্চারণে এই প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি — কলস > কুলসী, নদী > লুদী, মদী > মুদী,
নরসিংড় > লুরাসিংড়, বিসিয়া > বুসি।

আ > উ — বিনা > বিনু; পশ্চাৎ > পেছু, ইনছু > উনছু; বিনু > বুদ্দি,
ঝ > উ — জুড়ে > উযু, শূস > শূয়া, চললগছ শোয়ালী হয়েছে।

ও > উ — রম > রুয়া, কোণ > কুন, গোয়াল > গুহাল। দামোদর > দামুদর, কোকিল
> কুইনি, সাতোতালীতে খরব্লেহ > খরসুতী, লোভ > লুভ, শোভা > শুভ, জোর >
জুর, লৌহ > লূহ।

বর্বরিপর্যায় লূহ উ — অনেকটা লূহ ই’র মতো, আউক, আউথ, সরু > সউব, ঠাকুরানী > ঠাউকরাইগ।

সমঝার্থে — গর্ণ > সুনা (ওড়িয়া), গর্ণ > সু + অর্ণ

বরসন্দিত — কলু > কলুহ, সরু > সুধু

বরতত্ত্বিত — শুকলামিনি, মূলুক,

এ মধ্যবস্থিত সমুখ স্থর, অর্থ বিবৃত

এ আদিতে — এড়ি, এড়েং, বেড়েং

মধ্য — ভেষজ > ভেজি

অন্যত্র — থেরেথেপে,

ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে — লোচে, ফেঁকে।

উৎপত্তি:

অ > এ — কর্ণ > থেরেসে, বয়স > বয়েস, ফুল > ফুলী

আ > এ — ডানা > ডেনা, দ্বীপ > দেড়কা, জামাই > জামেই

ই > এ — হিম > হেমাল, পিঙ্গল > পেপল, হিমালী > হেমানি

উ > এ — নুপুর > নেপুর, কুমুদ > কুমেদ,

ঋ > এ — বৃষ্টি > বোর্ট, বৃষ্টি > ঠেটর।

বরসন্দিতে — নিয়ম > নেম, বিধবা > বেবা।

বরতত্ত্বিত — গ্রাম > গোরাম; শ্রাবণ > শেরাবন;

ও পশ্চাদবস্থিত বর্তুল মধ্যবর

আদিতে ‘ও’ — অজলত > ওজলত, অসার > ওসার।
রুপপত্তি:
অ > ও — ঘট > ঘটি, কদলক > কদোল
ই > ও — স্বির > ঠোর,
উ > ও — কেবল সাঁতালী উচ্চারণে উড় > ওড়।
ঔ > ও — পৌষ > পৌষ,
স্থরভিত্তিতে — প্লাক > শোলাক;
অ্যা - ইয়া প্রত্যায়ের সংশ্লেষিত উচ্চারণ - মাদলিয়া > মাদল্যা, খামুরিয়া > খুমর্যা।
ই' স্বরের বিপর্যয় — হালিয়া > হাইল্যা (অপিনিতি)।

যৌগিক স্বর
সাঁতালী যৌগিক স্বর সম্পর্কে Rev. P. O. Bodding বলেছেন — of these the following diphthong combinations are used —

æ, ao, ai, all ca, eo, ęo, ęi, co, ia, io, iu, oa, oę, oę, oj, ua, ui,
which may all be nasalized; the sign of masalixation is for the sake of convenience ordinarily put only on the first part of the diphthong, although of course, the whole combination partakes of the nasalization.

ঝড়খুচল্লী বাংলাভাষায় দ্বিষ্ঠ ধ্বনি অনেক, এদের উৎপত্তি ও অবস্থান এরকম —

১. অই — আদিতে আছে — আইরি > আইরা; খালহই, কালহই, বাবই (দাড়ি) শালই,
পালই।

উৎপত্তি — অউ > ভউ (ভাটুরায়া > ভাউজি) (ভোজ, সাড়াই, ওড়িয়া > ভাউজ),
ভগিনীপতি > বহুপই,

অব > অউ — নবতন > লউতন,

ওই > গাই > অই — গোবিষ্ঠা > গহই, মৌবন > জউবন > জইবন।
২. আউঃ আউ > অউ — ভাতুজায়া > ভাউজি > ভউজি;
ঔ এর বিন্দুরিত উচ্চারণ ঔষধ > অযুথ।
আই
আদিতে আছে — আঘু > আই; আলি > আইড়
মধ্যে — বাইগন < বেগন, মহী,
অন্তে — কোথায় > কাই, মাই, সাই,
উৎপতি:
আই > আই — স্যার > থাই, শিলাবতী > শিলাই, জাতীফল > জাইফল
আআ > আই — ঘাত > থাই, আইআ > পিতল,
আউ শব্দের আদিতে আছে — হাইটু > আউল,
মধ্যে — সুখকারী > সাউকারী,
অন্তে — মামাওগা
আও — পাওল, পাওলা, টাওলা
ইআ — এর > ইআর; একে > ইযাকে, পেয়ারা > পিয়ারা, হাড়িয়া,
ইই — লিই, দিই
ইউ — বিউগল
ইএ — য-যুক্ত-লিইয়ে
উআ — টুজর, টুর
উআ — সুযা > স্যাদ, ধানুয়া, ভাটুকা,
উই — উই, টুই, ফই, শই
এই — বিলেই, ফলেই
এউ — তেউড়
ব্যাকরণিক স্বরধ্বনি অ (অ)  
ঝাড়খণ্ডী বাঙালি ভাষায় ও পৌরসি উভয় ভাষাতেই স্বরধ্বনির উপর আনুরাগিকতা দেখা যায়। ফলে পৌরসি ভাষার ঝাড়খণ্ডী বাঙালি উপর পড়েছে তা চিনে নিতে অসুবিধা হয়। বাক্য মতে সংস্কৃতের প্রতিটি স্বরের নাসিকাভবন সম্পর্কিত। কথ্যভাষায় বাঙালিরও। পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গে নাসিকাভবন কথ্যভাষায় নাসিকাভবনের আর্থিক লক্ষ্য করা যায়। এই নাসিকাভবনের 'আগম' কোন ভাষা থেকে কোন ভাষায় গেছে বলা শক্ত। স্বাধীনভাবেও থাকতে পারে আবার একের প্রভাব অনেকের উপরে পড়তেও পারে।
অ (অ) - খাঁদ > খাঁড় — জলে পালনের খাঁড় ওলা ভিজে গেলেছ।
বংঠা (বংঠা), ভুতা — কৃষকের ভুত ঠাটা গরুটায় খাঁ খাঁ করে চিবাছে।
মটতি > ছুটি, করি > কাচি
আনুরাগিক আ (অ)  
শব্দের প্রথমে আনুরাগিক — আউড়া, আট, আঁক। অস্ত
শব্দের মধ্যে আনুরাগিক — ছাঁচা, জাঁতাল, পাঁদাড়, পালঁই, হিলঁই
যৌগিক কনের ক্রিয়াপদে — বায়েছে, বায়েছিল, বায়েছিল,
উৎপত্তি:
সংযুক্ত নাসিকা বাজন লুপ্ত হলে — কাদ > কাড়, অন্থিকা > আঁকুড়শি, কঠী > কঠঠ, ভঙ্গ > ভাঙ্গড়, হস্ত > হঁড়রা
ম (নাসিকা ও বাজন ধ্বনি) লুপ্ত হলে — আমলকী > আঁউলা, চাঁদর > ঠাহর, স্বতন্ত্রসিক্রীভবন — কর্কটক > কাকড়া, কঙ্ক > খাক, ছায়া > ছাহরা, বাহ > বাহি
আনুনাসিক ই (ঈ)
আদিতে ই এর উচ্চারণ — ইদ, ইঁদ, পিঁদ,
মধ্যে ই এর উচ্চারণ — বিড়া, বিড়ি,
অন্ত্যে ই এর উচ্চারণ — পাই, লিঃ.
উৎপত্তি: সংযুক্ত নাসিকা বাজন যদি লুপ্ত হয়ে যায় — হিন্দু > হিদু, নিষ্ক্রিয় > নিচিত
অনুসারে লুপ্ত হলে — হিংসা > হিসা,
স্বতন্ত্রসিক্রীভবন হলে — তিত > তিতা, বীজক > বিঙা,
আনুনাসিক উ (উ)
শব্দের আদিতে আছে — উদুর, উদুর, হঁড়ি > উধি
শব্দের মধ্যে আছে — উঁঠি, উঁদা,
শব্দের অন্তে আছে — কুঁচ > বুঁজ, বঁড়রা
অসমাপ্তিক ক্রিয়ায় — শুরু > শই
উৎপত্তি:
সংযুক্ত নাসিকা বাজন লুপ্ত হলে — সুদরী > সুদরী, কুঁদ > কুঁদ
ম-লুপ্ত হলে — ভূমি > ভূই, ধূম > ধূয়া (হিন্দিতে নাসিকাভবন ‘য়া’ (আ) র উপর। কিন্তু বাংলা উপভাষাগতিতে ধ-ড় র উপর মানচিত্রিত থেকে হয়।)
স্বতন্ত্রসিক্রীভবন হলে — কুপ > কুই, রোজি > রোজি, যুথী > জুই, ফুদ > খুদি।
আনুনাসিক এ (এঃ)

শঙ্কের আদিতে — এঁঠ, এঁঠরি,
শঙ্কের মধ্যে — কেঠ, কেঠরি, কেঠড়রি
শঙ্কের অন্ত্যে — থাঙে

উৎপত্তি: সংযুক্ত নাসিকা বাজন লুপ্ত হলে — গৃহি > পেট্টি
সচেতনাচিন্তনে — ধৃষ্টি > বৈটা, √ হেরার।

অলুপ্ত: সংরলাপ

আদি সংরলাপ — অরণ্য > রণে অর্থে বনে; ঈর্ষা > রিষা (বর্ণ বিপর্যয়), অপিধা >
পিধা,
মধ্য সংরলাপ — জীবন্ত > জীমতা; ফুটন্ত > ফুটন্তা, বঞ্চন > বাকল, কেটের > কর
স্থান নাম — পাঠা > পাথা, কমর > করায়,
ব্যক্তিনাম — হেমত > হেমতা, অনুস্ত > অন্ত

আ লুপ্ত — সাধারণ শঙ্কে-পত্তাকা > ফতকা, পুচার > পচার, জিলিপি > জিলিপি

গ্রাম নামের ক্ষেত্রে — বানা > বেনাদ, শিলা > শিলাদা,

যুক্ত শঙ্কের ক্ষেত্রে — তেড়া-বাংকা (তেড়া, বাংকা)

রা-লা-লি অথবা সার্থিক ‘ক’ প্রত্যয় যুক্ত হলে — আমাদের > হামাদের, উলসলা,
চেশারা, উটুরা

দার প্রতায় যোগে — মাহিনাদার > মাহিনার, খানাদার > খানার।

সমীভবন গত — পুরাণা > পুলা (পুলা চল ভাতে বাজে)

ই লুপ্ত —

সাধারণ শঙ্কে — সুতিকা > ছুঁতকা, কুটিল > কুটিল্যা, কাহিনী > কাহিনী।
আদর্থে ও তুচ্ছার্থে — নাতিন > নাতনি, নাপিত > নাপতা।

দিক নির্দেশক সর্বনাম শঙ্কে — এদিক > ইদুগে, ওদিক > উদগে (যোগীতবন)
বজবচনে গিলা বিভক্তির যোগে নির্দেশক সর্বনামে — এগুলি > ইগলা, সেগলি
> সেগলা।

সমীতবনগত বিবর্তনের পূর্বে — হরিতকী > হর্ষকী, সজিনা > সজ্জা > সন্না।

উ লুপ্ত

সাধারণ শব্দে — কুঁকড়া, খুকড়া < কুকুট, অকুর > আকুরি, সিন্দুর > সিংদুর।

ব্যক্তিনাম — আকশি (অপুষ্মিয়া), কাবুলি > কাবুলি।

গ্রামনাম — ডুমুর > ডুমর্যাঙ্গ, পুখুর > পুখর্যাঙ্গ।

এ লুপ্ত — সেঠকার > সেঠকার।

ও লুপ্ত — কপোতী > কপটি।

অন্ত্যবরের লোপ —

অ লুপ্ত — কুম, বিত হবে < বিত।

আ লুপ্ত — লতা > লত্তু, আশা > আশ, ধাক্কা > ধাক্কা, ঘোঁঁচা > ঘোঁঁচা, তরা > তর, শাল
> শাল, পাটা > পাটুর, মাপা > মাপুর, চায়া > চায়, করা > কর, সজ্জা > সাজ, বন্যা >
বান, জিন্দা > জিন্দুর, মোহান > মুহান, ধাক্কা > ধাক।

ই (ঈ) লুপ্ত — যোগিনী > যুগইন, রোহিনী > রহিনী, রীতি > রীত, পিরীতি > পিরীত >

ঘীতি।

ঝীবাচক — ভাঙ্গি > রাইন, গতি > গত, ইলী > ইলী।

শেষ স্বর লুপ্ত — রাজতিমী > রাজতি, গৌলীন > গোয়ালিনী।

উ লুপ্ত

চঙ্গু > চঁচ, আকু > আঁক, ইঙ্গু > আঁক।

ঝন বিপর্যয়

রুমাল > উরমাল, আঁচল > অঁচল।
স্বর বিক্ষ্ঞ

একই শব্দে একাধিক স্বরেই উচ্চারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অংশলে বা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে

অ/এ — খর/খার
অ/উ — খসনা/খসনি
অ/এ — মজুর/মেজুর
অ/এ — খাজাডি/খেজাড়ি, খাবড/খেবড
অ/ই/এ — দাঁড়কা/দিড়কা/দেড়কা
ই/এ — খিয়াস/খেয়াস, ফিরাট/কেরাট, ফিসড়/খেসড়।

সাইওতাল পরগণার হাওড়া বা পারসি ভাষার অন্যান্য প্রদেশের ঐ ভাষাগুলির চেয়ে শিষ্টতর বলে বিবেচিত হয়।

ব্যাঙ্গন ধ্বনি ভিত্তিক পরিবর্তনঃ

কষ্ট্যদ্বীনিয় ভরনঃ মুজ্জিত > মিজাকা (ত > ক); ছোড়ারিত > কেরকাট (ড > ক) (শ, স > ছ দক্ষিণবদ্ধে লাড়)

তালবীরভরনঃ সমুখ > ছামু (স > ছ); শী > ছিরি (শ > ছ) ঘন > খেঁট (ন > চ)

দান্তমূলীয় ভরনঃ ছাড়াকামড়া > ছিলাকামড়া (ড > ল); ছিনিমিনি > ছিলিবিলি (ণ > ল)

র-কারীভরন — ছাড়কাঠ > কেরকাট (ড > র), ভ্রডুল > ভেডোর (ল > র)

উদ্ধীভরন — উদাস > উসাস; হাঙ্কা (দ > স) উদ-অমল > উসমুলিয়া (দ > স), বধু > বড় (ঘ > হ), লতা > নহ (ত > হ), মুখড়া > মহড়া (খ > হ)

মূর্ধ্য ধ্বনির বিধি ধ্বনিতে রূপান্তরঃ খুট্টুটিয়া > খুরমুরিয়া (ট > প)
মূর্ধন্তিভবন > পাতন > পাটন; যেথাকে > জোটকে; সে স্থানে > সেটানে > সেটে /সেটকে;
বঙ্গ > বঙ্গেড়, ছাদনা > ছাদনা, কুড় > কুড়ি /কুড়া; নারিকেল > নারিকেল, লাঙ্গল >
ন্তর্গঢ, কত > কেড়ে, ফালা > ফালা; হরিৎ > হলুদ; আরেক > খাঁচড়
নাসিকা ব্যাঙ্গনধনি মাত্রই মহাপ্রাণ।

একক ব্যাঙ্গনধনির পরিবর্তন ।
অল্পপ্রাণ থেকে মহাপ্রাণে পরিবর্তন ।
যেতাম > যাইথম, করিতাম > কঠরথম, ডোবা > ডোবা, লীড়িয়ে > লাড়াঢ়ে, পারবে >
পাইরেবেক, বাঁটি > বাঁটিন, জাবই > জাবই।
মহাপ্রাণ থেকে অল্পপ্রাণে পরিবর্তন । শাখা > সাঁকা, গুর্ম > গোম্ফ, গোফ > গোপ, সাদ >
সাদ, কুক্রা > কিষা, তিঘারী > ভিকারী, চোখ > চাইক, পথি > পাইক, খোদাই > কুদা,
নিভ > নিমা।
কক্ক > কাক, কৃঠর > কুড়াইট, প্রথি > পারাইট, কুঠকার > কুমার, বাং > বাজু।
মহাপ্রাণ থেকে উষ্ণীভবন । কুতীর > কুমোহির (> কুমোহির), মধুয়া > মধুয়া মহল (> মল)
অল্পপ্রাণ থেকে উষ্ণীভবন । পুয়াল > পুহাল, আড়াল > আহুদ, সিঞ্চ > সিঞ্চা >
(সিঞ্চা)।
যেতামে ভবন । বব > বাঁক, শাক > শাঙ, দিক > দিঙ, ফোকলা > ফাগলা, বইবাজ >
বেদেশাগ, ব্যোগ > ধবা, নাপিত > নাবিত।
অন্যান্যতাভবন । হুয়াক > হুয়াক, রসগালা > রসগালা, বাদলি > বাটালি, খবর > খবর
বিপর্যয়ে = ব্লাউজ > পারাডে, রিঙ্কা > রিকসা, বাতাসা > বাসাতা, লোকসান > লুকসান,
আবর্জনা > জবরা, ফোটা > ঠপা।
হ-এর বিপর্যয়ে = হাঁটু > আঁটু, কাঙ্গি > খুদ, কক্ক > কক্ক, কংক্ক > কংক্ক > কাঙ্গি।
বিষমীভবনঃ

নাসিকাধ্বনিরঃ যমুনা > জগুনা, সঙ্গ > সং, নাতি > লাতি > লাইনা, নূতন > নুইতন, (অর্থ তৎসম শব্দের বহন বাবহার)

দুটির ধ্বনির পরিবর্তনঃ কৃষ্ণ > কিস্তু, বিশু > বিষটু, নদী > লদী, থান > ঠান।

মূখ্য ধ্বনির পরিবর্তনঃ খাছর > খঞ্চড়।

অন্যান্য ধ্বনির পরিবর্তনঃ পেংপে > পিপা, লাঙ্গল > নাঙ্গল > নাঙ্গল।

সমীভবনঃ পাদ > অজ্জ > আজ, ভূতি > ভতি, সেচ > ছেচ, নল > লল, যাচ্ছি > যাছু (ওড়িয়া)। করছিস > করছু, সজানা > সজ্জা, হরিতকী > হরতকি > হরতকি।

মূখ্যাইভবনঃ গ্রাঢ়ি > গাইটু, তির্বক > টাড়া, ঘুর > থান/ঠান, গড় > গাড়া, উদর > চোড়া, চড়া > ঘড়া (গড়)।

ঠুঁটীা > ঠথা।

তালবীভবনঃ গণিত > ভেজা, সর্ব > সর্বন্ত (সর্বন্ত) > সন্নে, বথা > বাজা, মধ্য > মাঁ, লালসা > লালচ, ফর্সী > ফারচাঠা, শ্রী > ছিরি, শুবে > ঠুম্রে, শুষ্ক > চুন, সেচ > ছেচ > ছঠচ।

ক > প — সড়ক > সড়প।

ন > প — নীল > লীলা, নালা > লালা, নাতি > লাতি, নিয়ে > লিয়ে, নরম > লরম।

নবার > লবার, রঙ্গ > রঙ্গ, নয়র > লয়র,

নড়া > লড়া, নতুন > লইতন, নড়ে > লড়ে, নয়ে > লিয়ে/ লিয়ে।

ল > ন — লুচি > নুচি, লেহা > নোহা, লবন > নূন, লাঙ্গল > নাঙ্গল,

র > ল — রথা > লচ্ছা (loccha) > লাছ — লাছ দুয়ারে তকুড় কুটুম লাছ লাগেছে।

উগার > উগাল (জমিতে উগাল হইয়েছে পাখনা দিয়া হয় নাই।)

ল > ড় — অগল > আওড়, কলি > কুঁড়ি, দামাল > দামাড়া

লেখা: ১১৭৬১।
ড় > ড় — গাছা > গাছা > গাছা
প > ড় — লোপ > ঝাড়
ছ > ড় — পাঁচা > ফাইড়া
ড় > ড় — আবার > আবার, বুড়ি > বুড়ি, বুড়া > বুড়া, সাড়া > সাড়া
ব্যাপক ঘনির লোপ ।
হ ঘনির লোপ — উহার > উয়ার, হাট > আঠাঁট
য লোপ — বায়ু > বায়ু > বাউ, ক্ষত্রিয় > ক্ষত্রিয় > ক্ষত্রি, নারায়ণ > লারান
স লোপ — কাপাস > কাপাস > কাপা
ন লোপ — অস্থিত শব্দে এর লোপ আঁচলকভী বাংলায় প্রভাব পড়েছে যেমন, — ন > ল, নিলাম > লিহলাম, লীলাম > নীলাম। মনকেরা তিরি যদি ইলামে যায় তে জলকেরা
জামিনিতি বিচার বসিব।
সমঘনির লোপ — গাড়িবান > গাড়িবান, গাউড়ি > সাউড়ি (শব্দযৌন)
ব্যাপকঘনির আগম ।
ক ঘনির আগম — আছাড় > কাছাড় (বেশী কাঠালে তুইলে কাছাড় দুব)
গ ঘনির আগম — ঝাড়গ্রাম > ঝাডোগ্গোরাম।
ঘ ঘনির আগম — উলটা > ঘলটা।
ট ঘনির আগম — ডগা > টগা।
ন ঘনির আগম — বট > বটন।
ল ঘনির আগম — নাল > লাল।
হ ঘনির আগম — জুয়াল > জুইহৈল, পালা > পালা, লালা > লালাহ।
গায়ক > গাহক, পোনা > পহনা। আহি > হামি, আড় > আহড়।

১১৭১১
রূপতন্ত্র
কারক ও বিভক্তি:

ঝাড়খণ্ডী বাঙালি ভাষায় কারক কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, নিমিত্ত, সম্ভূতপদ ও সম্ভূতপদ পদও দেখা যায়।

কর্তৃকারক:

শূন্যবিভক্তি, এ বিভক্তি, য বিভক্তি কর্তৃকারকের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শূন্যবিভক্তি:

‘ছানা কাদে হরগরল’—

‘শাশ্বই বাঁটে দুটি দুটি ভাত গো’।

‘বিরিহিরি বইছে লদী দু ধারেতে কাছা যায়’

এ বিভক্তি:

বিভাইলে ধইরেচে উদুর

বিভাইলে হাড়ি খাইয়েছে বউ এর কি দোষ।

মানুষে পায় নাই ভাত কাগে খায় ভাত।

য় বিভক্তি:

লাভের গড় পিঙ্গড়ায় খায়।

কন ভৌদায় নিয়ে গেল গুড়না গামছা।

কালায় বাজায় আড়াঁবাঁশ।

অষ্টিক ভাষাগোষ্ঠীর হড়রড়ে নামপদের সম্প্রদায় বাচকতা ছাড়া আর অন্যান্য বাচকতার দরকার হয় না। পীরসিদ্ধিতে কর্তা ও কর্ম বোঝানোর জন্য কোন শব্দ বা শব্দাংশ জুড়ে দেওয়া হয় না। শুধু কর্তার বা কর্মের চিহ্ন দুকিয়ে দেওয়া হয়।

১১৫১।
কর্ম কারক ।

শূন্য কে, য়, এ, রে বিভক্তি যুক্ত হয়, তাছাড়াও করে, করি, ভরে অনুসরণ ও দেখা যায়।

শূন্য বিভক্তি ।

পাইরা মাইরতে যাব ।

জামাই বইলে চুমালি বুঝা কাড়া।

কে বিভক্তি ।

আমাকে ডাইকবেক।

বাছুরটাকে চইরতে দে।

য় বিভক্তি ।

তুমায় আমি ধূঘা ব ধৈর্যি ধৈর্য।

যাও কালটাদ তুমায় আর ডাইক না।

ছানায় কিছুদে আর ভাত খাইচেছে বইলে বইলে।

'রে' । যারে ভালবাসি তারে দুর পানি।

করে অনুসরণ । মন করে ঘরের বিতরে সামান।

করি অনুসরণ । মনে করি শিলচর জাব।

ভরে অনুসরণ । জল ভরে আনা যায় নাই।

আবার নামপদের সঙ্গে না অন প্রত্যয় যুক্ত হয় যেমন —

এমন নাচন নাচাইল। (অন) সমধাতুজ কর্ম

এমন গাওড়ালি। (ন)

নিমিন্ত কারক ।

কে বিভক্তি এবং লেগে, তবে, জন্য, থেকে, বইলে, কাইরে, অনুসরণ যুক্ত হয়। আবার

এগুলির পূর্বপদে 'র' 'এর' শূন্য বিভক্তি যুক্ত হয়।

1179
লেগে— তোর লেগে আঁজির আইনেটি (এনেছি)

মধুর লেগে আঁজির আনা ইইনচে (হয়েছে)

এর— রামের লাইগে আমার খুব কষ্ট হয়।

শুন্য— ঠোটা গুরুতে বাউরি বাগাল।

বইলে কইরে— দুদিনের জন্য ঘরটাকে দেখার জন্য অতুলকে বইলে কইরে আইলম।

করণভাকর য়।

দ্বারা, দিয়ে অনুসরণ ছাড়াও এ, য়, এর, র বিভক্তি এবং কইরে অনুসরণ দ্বারা করণ কারক গঠিত হয়।

দ্বারা— আমার দ্বারা উ: কাজটা হবেক নাই।

দিয়ে— তকে দিয়ে আমার কাজ না করানটাই ভাল।

— ভাং দিয়ে পর্বটাকে পিটা।

এ বিভক্তি— টগর ফুলে তোর মন ভুলব।

মাগা দুরে কি ছানা মানুষ হয়।

গরমে গরম কাটে।

বিষে বিষ কাটে।

বিহা ঘরে মহিয়া রাজা।

য় বিভক্তি— ছানাপনায় তোর ঘর ভর্তী।

দুধি লতায় ছাঁড়া বাঁধব।

র বিভক্তি— ঝুঁটার মুড়ার পিঠে তোর পরিত ছাড়াব।

এর বিভক্তি— তুই ধনি ঘুমের মরা, ঘুমাই ভুলে জাইস না।

করে অনুসরণ— খেলাটা গলাবাজি করে জিতে গেল।

১১৮১১
অপাদান কারক

বিভিন্ন ও অনুসরণীয় অপাদান কারকের পদগুলির মধ্যে সায়তালী মুভারীর প্রভাব আছে। থাইকে / থেইকে / থাইকে / থাকুন, লে অনুসরণ এর-র শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয়। থাইকে — বন থাইকে/থেইকে/থাইকে বাইরাল হাতি।

থাকুন — পুকুঁর থাকুন মাছ বাইরাচ্ছে।

লে — মায়ের লে মাউসির দরদ বেশি। মেয়ের লে হুইল পড়িছে।

এর — নদীর জলে ভাইসে আইসেচে।

অবিচ্ছিন্ন কারক

‘এ’ ‘তে’ কে, যে, যা, শূণ্যা বিভক্তি যুক্ত হয়। কাইরে, বইলে, দিগে অনুসরণ ও ব্যবহৃত হয়।

এ বিভক্তি যোগে — ঘরে নাই তা তার বেটা মিঠান।

তে বিভক্তি যোগে — ঘরেতে মন নাই, মাথাতে টুকরী।

কে বিভক্তি যোগে — ঘরকে চঙ।

য়ে বিভক্তি যোগে — কুলহিয়ে লেক চঙ।

য়া বিভক্তি যোগে — কুলহিমুড়ায় মাইলি বাজে।

শূণ্যা বিভক্তি — আইজেকে বন জাব।

কইরে — পালই কইরে ধান রাখ।

বইলে — ঘর বইলে কথা দুটা টাকা রাখ।

দিগে — ঘর দিগে চঙ।

সর্বকাল পদ

সায়তালী গানে ও অষ্ঠোক্তি ভাষাগোষ্ঠীর মুভারী সম্প্রদায়ের কথা বাংলায় লুপ্ত বিভক্তির সর্বকাল পদের ব্যবহার অনেক বেশি। সায়তালী ভাষায় বুকেতুনাত (পাহাড় উপরে), গাছা তালের নদীর মাঝে পৃথক পদ রীতির প্রয়োগ বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। ওড়িয়াতেও
তাই। রামর ঘর → রামর = সন্ধ্ব পদবানক বিভক্তি লোগ পায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বলেছেন — “তমজুড়ি (তমজুড়ির) জোর আকার তুলতে পানামুদি ধারায় দিল’ বিটি কচিল ফাতু (ফাতুর) কুটুম নই লাগে।”

সন্ধ্বপদে র, এর, কা, কার, কে, শৃঙ্খ বিভক্তি যুক্ত হয় —

র বিভক্তি যোগে —

আমার পুরু গৌসার কয়রেষে গৌসার কপাট খুলিয়া না।

কুলি মুচার ফুদকু খুলিয়া উড়লাকৃতাুনী। (কুমুর)

এর বিভক্তি যোগে —

ধুয়ের কুটুমের খানির বেশি।

আগ ডালের ডুংসা আঞ্চির আগেভাগে পাউড় না। (কুমুর)

কার বিভক্তি যোগে —

আইজকার ভাত, কাহানকার বাসি ভাত।

কের বিভক্তি যোগে —

আইজকের বটেত। ঝাওঁটালীতে বন কেরি আঝনি, ময়রকির দূধ, বনকেরি বাহি।

কীলিদে কার > কেরি। হিন্দি, সাদা বার্ণ প্রভাব আছে।

কা বিভক্তি যোগে —

বাট সাধুই আপনিকা ভাত গো। (জাওঁয়ীত)

কে বিভক্তি যোগে —

লজ নাই যাকে রাজা নুসার তাকে। (প্রবাদ)

শৃঙ্খ বিভক্তি যোগে —

জামাই দেখে বিটির আমার মাথা দুখা জুর গো। (কুমুর)

অন্য গৌয়ের হেঁড়ার সঙ্গে ফুল পাড়াব।
বাহা লেকান বহু, (সাঁওতালীতে) ফুলের মতন রৌ।

সম্বোধন পদ ৪

নারী এবং পুরুষদের সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ ব্যবহার করা হয়।

১. নারী/নারীদের উদ্দেশ্যে পুরুষদের সম্বোধন —

গো — কী গো তুমরা কুথায় গেছেল। (সম্মানার্থে)

লো — কী লো তরা কুথাকে জাবি। (ইচ্ছার্থে)

নারীর উদ্দেশ্যে নারীর সম্বোধন —

গো — কী গো তর ভাত রাঁধা হইল। (রাঁধা > রাঁধা = নাসিকা ঘর + নাসিকা ব্যাঙ্গণ)

গো — এ গো মাই তর পাটা এত ফুলেছে।

লো — কী লো জলকে যাবি।

ধন — আমার ধন দেইখে খারাপ লাগছিল।

২. পুরুষের উদ্দেশ্যে নারীর সম্বোধন পদ-এর ব্যবহার —

হে — কী হে কুথা জাবি?

রে — কী রে তুই কুথা জাবি?

বে — কী বে কুথা জাবি?

ব — কী রে ব কলেজ যাচ্ছ না কি?

নিকট আত্মীয়দের ও এর পরিবর্তে এ-এর ব্যবহার করে এবং ঘনিষ্ঠার্থে আর সম্বোধন বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়।

অনুসরণ ৪

নামপদ ও অসামাজিকা ক্রিয়া পদ রূপে অনুসরণগুলি ব্যবহার হয়। অনুসরণগুলির পূর্বপদ-র এ, এর, শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয়।

১১৮৩১১
আও, আওয়াগ —

আও : আমার আও আও তুমরা চল।

আওয়াগ : আমার আওয়ানে লক্টা দাঁড়াইছিল।

উপরে — তর উপরে আমার অনেক রাগ হঁয়েছিল।

এক — গুছেক লক্ট জড় হইয়েছে।

কাছ — আমার কাছ একদম আসবি নাই।

কাছ — উয়ার কাছ থেকে টাকা ধার লিতে হবেক।

টাক — ঘটনটাক পরে আসবি।

টেক — ইখানে আইসতে ঘটনটেক সময় লাইগল।

ঠিক/ঠিকন — সেইঠিকন তাল বন।

ঠিক — আমি ঠিক চইলে যাইতে পাইরব।

ঠে — তোর ঠে অকে পাঠাব।

তক — আইজ তক উদিগে কেউ যায় নাই।

তরে — তর তরে এমন হল।

থানে — চাবিটা মাথাসিথানে রাখ।

দিগে — ওই দিগে জাইস না।

ধারে — ওর ধারে জাইস না।

পেছু — উয়ার পেছু খরচ কইরে লাভ নাই।

পাশে — উয়ার পাশে এখন কেওনাই।

বট — বাড়ি বটে খেদতে গেলে পাঞ্চাড়বটে জাছে। (রুমুর)

বিপু, বিপু, বিনে — তেল বিপু/বিনে/বিনা মাথায় জটা।

ভিতর/ভিতরে — উ ঘর ভিতর/ভিতরে আছে।
মাঝে/মাঝে — কুলির মাঝে/মাঝে বক্তুড় কুটুম লাচ লাগায় দুব।

লে (চাইতে) — মায়ের লে মাউসির দরদ।

সংগে/সনে — তোর সংগে/সনে মিছাই ভাব কর।

সাথে — তার সাথে দেখা হইলে বইলে দিবি।

সমতে — ফুল সমতে ডালটা ভাঙ্গে আন।

অসমাপিকা অনুসরণ।

কহরে (করে) করিয়া > কহরা > (করে) অপসিনিহিতি ও অভিশ্রুতির মাঝের অবস্থা —

দুটা ভাত কহরে খাবি।

থেকে/থাইকে/থিকে — তোর থেকে আমি বড়।

দি — ছুরিটা দি করি কাট।

ভাইরে — বুড়ি ভাইরে ধান লিয়ে আয়।

লেগে — তোদের লেগে আইলা।

হতেতে — (দেরা, দিয়া) আতে / আনতে

লাগিত — (জন) ধান, ঠেন, রেন, প্রাণীবাচক-এর ক্ষেত্রে রেনা। অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে,

রে, তে — ওড়ারে (ঘরে), আতেরে (গ্রামে)

রেন — রামরেন হন্ন (রামের সন্তান), আলেরেন মেরমা (আমাদের ছাগল)

রেয়া — ওড়াে রেয়াধন (ঘরের ধন)

রেনা — আতে রেনা। কথা। (গ্রামের বিষয়ে কথা)

মনতে > মনতে — এমনত কাউকে দেখোনি।

কাতে > তে — কুদতে কুদতে চলেছিল।

খান — খান কতক লুটি দে।

লেখান — আমেম চালা। খান ইংরেজ লাইয়ংে মে — তুমি সেটা জানলে আমাকে বলো।
(সৌ > বা)
কঃ ও কে — মধ্যসর্গ, প্রত্যক্ষবাচ্যের বাক্যে সজ্জবপরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়
অঃ এবং গানঃ মধ্যসর্গের দুটির একটি। এর সঙ্গে অবশ্য ধরতে হবে
গঃ — বিচারের নওয়া কথা লোইলেখান গানঃকওয়া।

পুরুষবাচক সর্বনামঃ

উত্তম পুরুষঃ

উত্তম পুরুষ এবং প্রত্যেকের পদ আমি, হামি এছাড়াও আমার, হামার, হম, মো, হামি রূপকটি
পাওয়া যায় পুরুলিয়া জেলার চান্ডিল, নিমিলি, ইচাগড়, পাখকুম, রামগড় ঝড়খড়ের
রাঁটি জেলাতেও বুড়ি, তামাড়ু এলাকায় ও সাওতালী গানে। যেমন —
কিছু টাকা হামি জানি নাই। ব্রজুলিতে যদিও হামির রূপ পাওয়া যায় এবং ঝড়খড়ী
বাংলায় মুঘ > মুই এরও প্রচলন আছে যেমন — মুই ত নাই যাবে। হামকে ছাইড়ে
জাইস না।
মকে — বেশি মকমকাইস না।
আমার (আমার) — আমার ঘরে বং নাই কে বাজাইল বীশি। (রুমুর)
আমাররক (আমারদিগকে) — আমাদেরকে দেখার কেউ নাই।

মধ্যসর্গঃ

তুই — তুই দীর্ঘ আমি তর সংগে যাব।
তুই — তুই ত আলি তোর সংগের লক্টা কুথায় গেল।
তুই আনারা কথায় রাগালি।
তুই—এর সাথে ‘হ’ যোগ করে নিশ্চিত করা হয়। যেমন — দাদাতুইহিউ সাপাকর সমানার্থে
তুমি (তুমিরাড়ি > তুমি) যেমন — তুমি রইলে বন্ধ বিদেশ বিন্দুে।

১১৬৬।।
'রা' (সাধারণ অর্থে) যেমন — তরা আসব বললি কইলকে আলি আইজকে।

তবে — তখে তুলনে যে ল নাই পারি। (ক্রিয়ার অগে না-বাচক বা নংর্থীভবনের উদাহরণ)

তুমাকে — যতনে রাখেইছি মধু সব দিয়ে হেতুমাকে।

তবে — তব লাইগে মোর প্রাণ কাঁদে সখাহে।

তব বছর কে দিল কাহাছ।

তবহ — তবর ঘরে হামে আর নাই জাব। (ক্রিয়ার অগে না-বাচক বা নংর্থীভবনের উদাহরণ)

তুমার — কুথার তুমার ঘরবাড়ি।

বাহার বংচনে তব, তবহা।

তব — তব বাড়ি জবাহিরিল।

তবহা — তবহা কন পথটা দিয়ে আলী।

তুম / তুমরা — তুমরা কে বেদনা আছ।

গৌণ সম্ভবে তরকাকে — মাছপাড়ায় তেরাকে তুলাইছে।

সমস্তর বংচনে তবর — তাদের ঘরে বইসতে গেলি।

তরাদের — তরাদের লাজ নাইখ / রাইখ / রাখ।

সাধারণ নির্দেশক ?

সেহ — সেহ লৌকায় নদীয়া পাইর দিব।

সেগলর — গুরুগাকে অনেতে ছিলি সেগলর পেট তখনও ভারে নাই।

নিকট নির্দেশক ?

প্রাণীবাচক ই — ইসালা শুদুই বকর বকর করে।

আপ্রাণীবাচক ই — ই মিঠাইটা কি দিবার বটে।

১৮৭১।
সাধারণ নির্দেশক:

সকঃ, = সং > সে, নিষ্ক্রিয়ত্ব 'হ' যোগে 'সেহ' ব্যাকরণিক বাংলায় দলালে তথা শব্দে যে বাঙ্গালীকে আদৌ সহ করা হয় না, তাহলে (হ)। যখন এটি লুপ্ত হয়, যেমন — আল্লাহ-আল্লাহ, বাদশাহ-বাদশা, দরগাহ-দরগা ইত্যাদি ক্ষেত্রে না হয় এর সঙ্গে একটি অন্য অ (উচ্চারণে ও) যোগ করে তাতে খানিকটা ঠেকা লাগানো হয়। যখন দলালের হ-এর সঙ্গে দলালের ব্যাপন এসে লামাবাজ্জক হ+৫ তৈরী করে, তখনও এই লোপ এবং স্বাভাবিক এই দৃষ্টিকোণের বৈষম্যের পরিবর্তন দেখা যায় যেমন তহবিল-তহবিল, তহশির-তহশির, তহফির-তহফির, তহরম-তহরম, সংশোধন থেকে 'আহার' আজকের কিছু 'আহোরান' এই কার্যেই শোনা যায় (পরিশ্রম সরকার, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দেজ পাপলিশিং, ২০০৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৭)। 'সেহ লুভে ল দিদি যুরি বসিল' বহবচনে সেগা-সেগিল, সেগাকে, সেগলাকে, সেগার, সেগিলার, সেগলায়, সেঠে, সেঠিন, সেঠ্ঠকে।

নিকট নির্দেশক:

'ই' — হল নিকট নির্দেশক ইদম > ই — ই দিগে আয়।

প্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে — ই সাল জনমের কড়ি।

অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে — ই গাড়ীটা যাবে বাঁকুড়া। ই দেশে পড়িত নাই।

নিষ্ক্রিয়তক অবাক যোগে — ইহ, ইহেই — পর কি আপন হয় ইহ জান মনে।

তারক কারকের প্রত্যপদিক ইহা — ইহা ছাড়া আমাদের গতি নাই।

গৌণকর্ম সম্প্রদায়ে ইমামে — ইয়ার লাজ নাই।

অধিকরণে ইঠে, ইঠকে, ইঠিনে, ইঠনে (সব কটিটি নিকট নির্দেশক)

বহবচনে ই্যারা (এরা), ইগা, ইগলা, ইগিলা (এগুলো)

সম্প্রদায়ে প্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে ইমারাকে; ইগাকে, ইগলাকে।

সমস্তে ই আদের, ইগার, ইগিলার, ইগায়, ইগলায়।

হেই (এই) হেই খান টায় বইস। হেইটার, হেইগিলার, হেইগা, হেইগিলার, হেইঠিনে।

11811
হাই (ওই) হাই লকটা হাটে গেছিন। হাইটার, হাইগার, হাইগিলায়, হাইঠে

দুর্নিদর্শকঃ

উ (সাওতালী, নাগপুরা, পাঁচ পরগণায় ও কুড়োমালীতে আছে) — ই দিগে বাঁকুড়া উ

দিগে মেদনীপুর। ই ঘর কাছে উ ঘর দুরে।

নিশ্চয়ে অবাক যেগে উহেই — পুরুলিয়া ও ঝাড়খন্ডে হ-এর আগমে হ।

তির্ক কারারে প্রাতিপদিক উআ — উআকে আমি বলিনি।

গৌণকর্ম সম্প্রদানে উআকে — বইলে দিবি হে আমার সঞ্চার, দুধঁলতায় বাংব উআকে

সম্বন্ধে উআর — উআর টুসু সিনই আলে খাতে দিব কি।

অধিকরণে — উঠে, উঠেকে, উঠিনে বঝিনে উআর — তরা আসলি, উআর কই।

গৌণকর্ম সম্প্রদানে — উয়ারাকে — উয়ারাকে আইসতে বইলেচি।

সম্বন্ধে উআদের, উগার, উগিলার — উআদের বসার জায়গা দিয়েছি।

হই (হেই) হইটা, হইগা, হইগিলা, হইগিলাকে, হইগার, হইগিলার, হইটায়, হইঠিন।

সম্বন্ধ নির্দেশকঃ

কর্ত্তায় যে, যেগা যেগলা, যাকে, যেগাকে, যেগলাকে, যার, যেগার, যেগলার, যেঠে,

যেঠেনে যন > কন — যন বনে শাল নহ সেই বনে বনে ঝুনবুনিয়েই বড় গাছ।

য, যউ, জিসে — জিসে নহ তিসে দড়, ধান ভাঙতে খর খর।

সংগতিসূচকঃ

তাউ — তাউ হলি চইবের বালি।

তাহেই — এতত্তুকু জল আছে তাহেই অ মাছ।

তিসেই — জিসে হয় তিসেই কর।

তন — যনগা ভাল তন গাই কর।
অনুলিপ্তি ও প্রশ্নবাচক ।

cে, — কুলহির ধারের তেতুল গাছটা কে হিলাল।

কা — কার ঘাড়ে দুটা মাথা।

cাছে — কাছে খাবি রে বাঘ বলবি আমাকে।

কিস — (কিসে) — কিসের জন্য এত আকুপাকু।

কই — তুই কই দিলি রে বস্তাটা।

কেউ (কেউ) — বিপদ কালে কেউ নাই রে।

কন — কনে গায়ে সামাইছে হাতি।

নাম সূচক ।

c্যাখা, ফামি — উ ফামা লকের ঘর গেছে। (ফামা > আমক)

ৌপিক সর্বনাম ।

ই-সব, উ-সব — ই-সবের দরকার নাই।

উ-সব — উ-সব কথা আমাকে বহলে লাভ নাই।

সর্বনাম জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ ।

রীতিবাচক ও গুণবাচক ।

জেইসে, জেইসন — জেইসে শব্দ হইল।

কইসে, কইসন — কইসে ঘর খাবি।

কেনে, কেনি — তর ঘটি কেনি লামা।

সাধৃশ্যবাচক ।

যেমন, যামন, তেমনু — যেমন ধরা তেমনু সরা।

তেমনি, তমনি — যেমন জাইকল তেমনি বাইরাল।

অমন — অমন দুয়ারচর লক আমি দেখিনি।

11911
কমন — কমন লথকে বললি?

পরিমাণবাচক:

যতক, যতক, যতক, যতক (সংখ্যায় য) য বার বস্ত ত বারই কাঁদে।

এতেক, এতেক, ইত, ইত (ইতেক কথা শুন)।

কতেক, কতেক, কতি, কতি — (কতক ধুরে যাইেঁঁ আইটেকে গেলী)।

ততেক, ততেক, ততক, ততক, তত — (যত ধুর যাবি আমিও তত ধুর যাব)।

অতক, অতক — অতক কথা আমার আর ভালো লাগে নাই।

স্থানবাচক:

কুথা — কুথা হতে আলে বঁধু কুথায় তুমার ঘরবাড়ী?

অথা — অথায় একটা ভালাই গাছ ছিল।

এথা — এথা আমরা গাইব।

ইঠে — ইঠে আইজকে পূজা হবেক।

সেআড়ে (ওড়িয়ার প্রভাব) — আমার সেআড়ে তুই চলবিনন pioneered।

কবরবাচক:

এখনি, এখন, অখন — অখন ভোর ইঠে অনেক বাকি।

যবকে, যবে, যভে, কবে — যবকে আমি গেছলম।

ধাতু:

তত্ত্ব সিদ্ধ ও সাধিত ধাতুকে বাদ দিলেও কিছু দেশী উপদান নিয়ে ঝাড়খণ্ডী বাংলার
ধাতুকোষ গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে তত্ত্ব সিদ্ধ ধাতুগুলির ধনী পরিবর্তিত হয়ে অথবা
অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি নতুন ধাতুরূপের সৃষ্টি করেছে। ঝাড়খণ্ডী
বাংলা ভাষায় দেশী শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি। এটা মূলত অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যাখ্যান

[[1]]
সাম্প্রতিক ফলেই সম্ভব হয়েছে। সাধারণত ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার তুলনায় বেশি পরিমানে দেশী ধাতুর ব্যবহার হয়েছে। তত্ত্বে মৌলিক ধাতুগুলিও ধরনী পরিবর্তনে অঙ্গবিন্দের প্রভাবিত হয়েছে এবং প্রত্যায় গ্রহণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

সিদ্ধ ধাতু ৪

তত্ত্ব সিদ্ধ ধাতু ৪

✓ খা (খাদ) —
✓ বু (রুহ) —
✓ দল (দুল) —
✓ ফিক (ফিপ) —
✓ ও (রাপ) —
✓ মহ (মখ) —
✓ ঘু (ক্রু) —
✓ মাথ (মঝ) —
✓ জির (ঝি) —
✓ ঝাড় (ফর) —
✓ কান (ক্রম) —
✓ চর (চর) —
✓ লা (লা) —

মূল ধাতুর সঙ্গে একিক্ষুট হয়ে নতুন ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে।

✓ সিখ (সিধ-য়) — অলভি গুলা সিখাই রাখ।
✓ ছিল (গৃহ + ণ) — যীন যীন করে খাইস্য না।

উপসর্গ যুক্ত হয়ে ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে —
উলগ — উলগ (ঋ-গল)

অদুর — (অব-তৃ নামিয়ে আনা)

নিমজ — (নি-মুদ-য-হান হয়ে যাওয়া)

নিম — (নি-হহ)

উচর — উৎ-চারণ করা বা আরত করা)

পিধা — (অপি-থা)

পিঙ্গুন — (অপি-থা)

পা — (প্র-আ-)

সাধা — (সম-থা)

দেশি অথবা অজ্ঞাতমূল উপাদান ?

লেস (লেপা) (√ লিপ) — কঠা টাকে মাটি দিয়ে লেস। লাদনা (হিন্দি)

লাদ (চাপানো) — ছা টাকে পিঠে লাইলে সারাদিন ঘুরালি।

রাপ (ঠেঁছে নেওয়া) — দাড়ি ঠাইছেতে যাইএও পালটা রাপাইদে।

রুচ (টেনে ছেড়া) — সনন পাতাওলা ভাল করে রুচ।

ঁজ (যোগ করা) — পরীক্ষায় খঁজায় খঁজায় লেখবি।

বিড় (পরীক্ষা) — আমি উঘাকে বার বার বিড়েছি।

ছড় (গুঁজে দেওয়া) — ছড়-কা টা ভাল কইরে দিয়েছি।

টিপু (চাপ দেওয়া) — আমার পা টা একটু টিপ দিখনি।

পাজ (শান দেওয়া) — পাথে পাঞ্জিয়েছি কামার হাল পাজায় দে আমার। (প্রবাদ)

সাধিত ধাতু ৪

পিঙ্জত ধাতু ৪

মূল ধাতুর সঙ্গে আ যোগ করে √ খোঁতা (খিদা) শোষা, মেলা, √ দল (দলা)
উপসর্গ সহ। সাতার (সম-তাপ), নিকা (শি-কৃষ)

নামধাতু ও গতা (চরুক), ইত্যা-ইত্তা (ইন্দিত), পুথা (সম্ভাত), রিসা (ঈর্ষা), লহরা (লহর)

উথলা (উত্তল), উধা (উর্দ্ব), টং (তুঙ্গ)

ধন্যায়ক শব্দে মেমা (ছাগালের ডাক), গাঁ, গাঁ (গরু-মহিষের চিত্কার), ভেরা (ভেড়ার

ডাক), দুম বেঁচ, দুম, গণা, ঠেঁচা, থুপ, ফুস, থাস

অজাতমূল ধাতু — কেঁদ (ব্যাঙ্গার্থে), ধাদ (আহারে কান্ডজান হারানো), জিজা (শুকিয়ে

যাওয়া), জোসা (নিজিন্ত লক্ষ্যে লোঁহানো), ধাড়া, ঢাড়া (ঝড়ে মারা), হীনা (বিচিত্রে

যাওয়া), ফেদা (বার বার বলে ক্লাস হওয়া), বেঁ (গাঁইট), ভেতা (বাদ), লবণা (মারা),

গুড়া (গুড়ানো), ঝুসনা (খাওয়া), চেসমা (মোটা)


সম্বন্ধমূলক ধাতু ও মূল শব্দের সঙ্গে কো, দা, লাগ, হ যোগ করে করা (ুচিয়ে দেওয়া) গত্ব কর, সহিন করা, সংগ হওয়া

কয়েকটি ধাতু একসাথে মিলে

লোগা (√ লোর + √ গম) — নিয়ে যাওয়া। বহুয়া (বহু + √ গম) বয়ে নিয়ে যাওয়া

শব্দ ও ধাতু মিলে

লোগা — (√ গা + ধুয়া)

না বাকে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়

লার (ুনা + — না পারা)

প্রত্যয়মুক্ত ধাতুঃ

সিদ্ধাতু, নামধাতু ও ধন্যায়ক শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন ধাতুর সৃষ্টি

হয়েছে যেমন — ক, ড়, র, ল, স, প, চ, জ

ক্রম ও ক্রম (ক্রম), কর-ক (কর), তথ-ক (তথ), নয় (নিয়), তাম্বক (ছাড়), সামক (সম্ব-

ধা), সামক (সম্ব-ী), পারক (পার-কা), ভারক, তুলকা, উটকা ইত্যাদি।

নাম ধাতুতে ন দংক, দংক (দংক-), টেঁড়ক, জনক, মহক, ঢলক
ধন্যনামক শব্দে ৫ দুলকা (দুল দুল শব্দে মারা), ফটকা, ফুটকা, বজক, পুচক, তুঁকা, পুচক,
অজাত মূলক — লটকা (হি. লটকনা), লেডক, লাউক, মুলক, টাটকা, উসক, জাবক,
ভড়ক

ড়-প্রত্যয় সিধ্ধান্তুতে ও
ফেঁকড়া, নিগড়া, জবড়, লেভড়

ড় প্রত্যয় নামধাতুতে ও
আঁদাড়, মহল

ড় প্রত্যয় ধন্যনামক শব্দে ও
খসড়,

ড় প্রত্যয় সনেহমূল ধাতুতে ও
গিজড়া, বেঁচড়া, রগড়া, লপড়

র-রা প্রত্যয় ও
টিৰা (উল্টায়জিত), এড়া (বড় চোখে), খড়র (পিছনে), টিটরা (ঘষে), সেটর (খুট্টা)

নামধাতুতে ও গড়ড়া, হেপরা, বঁকরা, পেটরা, বেঁচরা, ছিতরা।
ধন্যনামক শব্দে ৬ হাপর, খসর, খঁড়ুর, খঁকর, হেটর, পটর, ফটর

ল-প্রত্যয় যোগে ও
ছেগল, বিজলা, ছাপল, খুলল, গেঁজলinion
ধন্যনামক শব্দে ল প্রত্যয় ৬ কুসল, হামলা (হামা, হামা আওয়াজ করে)
স-প্রত্যয় যোগে ৬ ধড়সা, ধপাস, হালস (কুকুরে কামড়) ফেকস, টুসা,
প-প্রত্যয় যোগে ৬ তুর্ডপ, সুরপ,
চ-প্রত্যয় যোগে ৬ তোঁচা, কাউচ (কাউ কাউ উত্তাক করা)
জ-প্রত্যয় যোগে ৬ মেউজ (নুরে কাজ), হাবজ (হেলে পড়া)

119311
কালরচনা

কাল বিভক্তি সব পূর্বেই এক। বর্তমান কালের কোন বিভক্তি নেই, সামান্য
ঘটমান, পুরাণিত অতীতকালে ‘ইল’ এবং সামান্য ভাষায়ঘটকালে ‘ইব’ ও ঘটমান,
পুরাণিত ভাষায় কালে ‘ব’ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ বর্তমান (উত্তম পূর্ব / আমি পক্ষ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ক্রিয়াপদ</th>
<th>ক্রিয়ারূপ</th>
<th>ক্রিয়াপদ উচ্চারণ</th>
<th>ক্রিয়ারূপ</th>
<th>বচন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলি</td>
<td>√ বল+ই</td>
<td>কহঁ</td>
<td>√ কহ+অঁ</td>
<td>এক</td>
</tr>
<tr>
<td>বলি</td>
<td>√ বল+ই</td>
<td>কহি</td>
<td>√ কহ+ই</td>
<td>বহ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ঘটমান বর্তমান

| বলছি       | √ বল+ছ+ই     | কহত্ত       | √ কহ+অট+অঁ | এক   |
| বলছি       | √ বল+ছ+ই     | কহিতি      | √ কহ+ইট+ই   | বহ   |

পুরাণিত বর্তমান

| বলেছি       | √ বল+এছ+ই     | কহিঁ       | √ কহ+ইছ+অঁ  | এক   |
| বলেছি       | √ বল+এছ+ই     | কহিছি     | √ ক+ইছ+ই    | বহ   |

সাধারণ অতীত

| বললাম   | √ বল+ল+আম    | কহিন (সাদ্ধীর প্রভাব) | √ কহ+ইণ    | এক   |
| বললাম   | √ বল+ল+আম    | কহিলি (ওদ্রিয়ার প্রভাব) | √ কহ+ইল+ই  | বহ   |

ঘটমান অতীত

| বলছিলাম   | √ বল+ছ+ইল+আম  | কহিথিনু (প্রাচীন রূপ) | √ কহ+ইথ+ইন+উ  | এক   |
| বলছিলাম   | √ বল+ছ+ইল+আম  | কহিথিলি (ওদ্রিয়া)   | √ কহ+ইথ+ইল+ই  | বহ   |
পুরাষ্টিত অতীত
বলেছিলাম √ বল+এ+ইল+আম কহিথিনু (ও) √ কহ+ইথ+ইন+উ এক
বলেছিলাম √ বল+এ+ইল+আম কহিথিলি (ও) √ কহ+ইথ+ইল+ই বহু

নিত্যবৃত্ত অতীত
বলতাম √ বল+ত্ত+আম কহিথাওঁ (ও) √ কহ+ইথ+আঁও এক
বলতাম √ বল+ত্ত+আম কহিথাই (ও) √ কহ+ইথ+আই বহু

সাধারণ ভবিষ্যত
বলব √ বল+ব+ও কহিমু (ও) √ কহ+ইম+উ এক
বলব √ বল+ব+ও কহিবা (ও) √ কহ+ইম+উ বহু

ঘটমান ভবিষ্যৎ
বলতে থাকব √ বল+ত+এ, √থাক+ব+ও, কহিতে থামু √ কহ+ইত+এ, থাম+উ এক
বলতে থাকব √ বল+ত+এ, √থাক+ব+ও, কহিতে যাবা √ কহ+ইত+এ, থা+ব+আ বহু

পুরাষ্টিত ভবিষ্যৎ
বলে থাকব √ বল+এ, √থাক+ব+ও কহি থামু √ কহ+ই, থাম+উ এক
বলে থাকব √ বল+এ, √থাক+ব+ও কহি যাবা √ কহ+ই, থা+ব+আ বহু

সাধারণ বর্তমান (মধ্য পুরুষ / তুমি পক্ষ / শৌচপক্ষ)
বল √ বল+ও কহও √ কহ+অও এক
বল √ বল+ও কহও √ কহ+অও বহু
বলস (তৃষ্ণাথ) √ বল+ইস্ কহ অ্যাক √ কহ+ই এক
| বলিস | √বল+ইস | কহও | √ কহ+অও | বহ | 
| বলনে | √বল+এন | কহও | √ কহ+অও | এক | 
| বলনে | √বল+এন | কহও | √ কহ+অও | বহ | 

ঘটমান বর্তমান

| বলছ | √বল+ছ+ও | কহওট | √ কহ+অওট+অ | এক | 
| বলছ | √বল+ছ+ও | কহওট | √ কহ+অওট+অ | বহ | 

পুরাণজীবন বর্তমান

| বলছ | √বল+এছ+ও | কহিছ (ও) | √ কহ+ইছ+অ | এক | 
| বলছ | √বল+এছ+ও | কহিছ (ও) | √ কহ+ইছ+অ | বহ | 

সাধারণ অতীত

| বললে | √ বল+ল+এ | কহিল | √ কহ+ইল+অ | এক | 
| বললে | √ বল+ল+এ | কহিল | √ কহ+ইল+অ | বহ | 

ঘটমান অতীত

| বলছিলে | √ বল+ছ+ইল+এ | কহিকথ | √ কহ+ইথ+ইল+অ | এক | 
| বলছিলে | √ বল+ছ+ইল+এ | কহিকথলি | √ কহ+ইথ+ইল+অ | বহ | 

পূরাণজীবন অতীত

| বলছিলে | √ বল+এছ+ইল+এ | কহিকথলি (১ম পু.) | √ কহ+ইথ+ইল+অ | এক | 
| বলছিলে | √ বল+এছ+ইল+এ | কহিকথলি | √ কহ+ইথ+ইল+অ | বহ | 

114811
নিত্যবৃদ্ধি অনুযায়ী
বলতে $\sqrt{ল_{ল+৩}+এ}$ কহিয়াও $\sqrt{ক_{ক+৪}+আও}$ এক
বলতে $\sqrt{ল_{ল+৩}+এ}$ কহিয়াও $\sqrt{ক_{ক+৪}+আও}$ বহু

সাধারণ ভবিষ্যৎ
বলবে $\sqrt{ল_{ল+৪}+এ}$ কহিব $\sqrt{ক_{ক+৫}+অ}$ এক
বলবে $\sqrt{ল_{ল+৪}+এ}$ কহিব $\sqrt{ক_{ক+৫}+অ}$ বহু

ঘটমান ভবিষ্যৎ
বলতে থাকবে $\sqrt{ল_{ল+৪}+এ}, \sqrt{থাক_{থ+৪}+এ}$ কহিতে যাবে $\sqrt{ক_{ক+৫}+এ}, \sqrt{থা_{থ+৫}+আ}$ এক
বলতে থাকবে $\sqrt{ল_{ল+৪}+এ}, \sqrt{থাক_{থ+৪}+এ}$ কহিতে যাবে $\sqrt{ক_{ক+৫}+এ}, \sqrt{থা_{থ+৫}+আ}$ বহু

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
বলে থাকবে $\sqrt{ল_{ল+৫}+এ}, \sqrt{থাক_{থ+৫}+এ}$ কহিথাব অ $\sqrt{ক_{ক+৬}+এ}, \sqrt{থা_{থ+৬}+অ}$ এক
বলে থাকবে $\sqrt{ল_{ল+৫}+এ}, \sqrt{থাক_{থ+৫}+এ}$ কহিথাব অ $\sqrt{ক_{ক+৬}+এ}, \sqrt{থা_{থ+৬}+অ}$ বহু

সাধারণ বর্তমান প্রথম পুরুষ বা সে পক্ষ
বলে $\sqrt{ল_{ল+৬}+এ}$ কহে $\sqrt{ক_{ক+৬}+এ}$ এক
বলে $\sqrt{ল_{ল+৬}+এ}$ কহে $\sqrt{ক_{ক+৬}+এ}$ বহু

ঘটমান বর্তমান
বলছে $\sqrt{ল_{ল+৭}+এ}$ কহেতে $\sqrt{ক_{ক+৭}+এট+এ}$ এক
বলছে $\sqrt{ল_{ল+৭}+এ}$ কহেতে $\sqrt{ক_{ক+৭}+এট+এ}$ বহু
<table>
<thead>
<tr>
<th>পুরাণিত বর্তমান</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলছে বলছে কহে কহে এক বহু</td>
<td>√বল্ল+চ্ছ+এ</td>
<td>√কহ+ইট্ট+এ</td>
<td>এক</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>পুরাণিত বর্তমান</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলছে বলছে কহিছে কহিছে এক বহু</td>
<td>√বল্ল+এছ+এ</td>
<td>√কহ+ইছ+এ</td>
<td>এক</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>সাধারণ অতীত</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলল বলল কহিলা কহিলা এক বহু</td>
<td>√বল্ল+ল্ল+ও</td>
<td>√কহ+ইল্ল+আ</td>
<td>এক</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ঘটমান অতীত</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলছিল বলছিল কহিলা কহিলা এক বহু</td>
<td>√বল্ল+ছ+ইল্ল+ও</td>
<td>√কহ+ইথ+ইল্ল+আ</td>
<td>এক</td>
</tr>
<tr>
<td>বলছিলেন বলছিলেন কহিলান কহিলান এক বহু</td>
<td>√বল্ল+ছ+ইল্ল+এন্ন</td>
<td>√কহ+ইথ+ইল্ল+আন</td>
<td>এক</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>পুরাণিত অতীত</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলেছিল বলেছিল কহিলা কহিলা এক বহু</td>
<td>√বল্ল+এছ+ইল্ল+ও</td>
<td>√কহ+ইথ+ইল্ল+আ</td>
<td>এক</td>
</tr>
<tr>
<td>বলেছিলেন বলেছিলেন কহিলান কহিলান এক বহু</td>
<td>√বল্ল+এছ+ইল্ল+এন্ন</td>
<td>√কহ+ইথ+ইল্ল+আন</td>
<td>এক</td>
</tr>
</tbody>
</table>
নিচ্যবৃন্ত অঙ্কিত

<table>
<thead>
<tr>
<th>বলত</th>
<th>√ বল+ত+ও</th>
<th>কহিথায়</th>
<th>√ কহ+ইথ+আয়</th>
<th>এক</th>
<th>বহু</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলত</td>
<td>√ বল+ত+এ</td>
<td>কহিথায়</td>
<td>√ কহ+ইথ+আয়</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলতেন</td>
<td>√ বল+ত+এন</td>
<td>কহিথান</td>
<td>√ কহ+ইথ+আন্</td>
<td>এক</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলতেন</td>
<td>√ বল+ত+এন</td>
<td>কহিথান</td>
<td>√ কহ+ইথ+আন্</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

সাধারণ ভবিষ্যৎ

<table>
<thead>
<tr>
<th>বলবে</th>
<th>√ বল+ব+এ</th>
<th>কহিবে</th>
<th>√ কহ+ইব+এ</th>
<th>এক</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলবে</td>
<td>√ বল+ব+এ</td>
<td>কহিবে</td>
<td>√ কহ+ইব+এ</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলবেন</td>
<td>√ বল+ব+এন</td>
<td>কহিবেন</td>
<td>√ কহ+ইব+এন</td>
<td>এক</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলবেন</td>
<td>√ বল+ব+এন</td>
<td>কহিবেন</td>
<td>√ কহ+ইব+এন</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ঘটমান ভবিষ্যৎ

<table>
<thead>
<tr>
<th>বলতে থাকবে</th>
<th>√বল+ত+এ, √থাক+ব+এ</th>
<th>কহিতে থাবে</th>
<th>√কহ+ইত+এ, √থা+ব+এ</th>
<th>এক</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলতে থাকবে</td>
<td>√বল+ত+এ, √থাক+ব+এ</td>
<td>কহিতে থাবে</td>
<td>√কহ+ইত+এ, √থা+ব+এ</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলতে থাকবেন</td>
<td>√বল+ত+এ, √থাক+ব+এন</td>
<td>কহিতে থাবেন</td>
<td>√কহ+ইত+এ, √থা+ব+এন</td>
<td>এক</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলতে থাকবেন</td>
<td>√বল+ত+এ, √থাক+ব+এন</td>
<td>কহিতে থাবেন</td>
<td>√কহ+ইত+এ, √থা+ব+এন</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

পুরাণ্যতিভ ভবিষ্যৎ

<table>
<thead>
<tr>
<th>বলে থাকবে</th>
<th>√বল+এ, √থাক+ব+এ</th>
<th>কহিথাবে</th>
<th>√কহ+ই, √থা+ব+এ</th>
<th>এক</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বলে থাকবে</td>
<td>√বল+এ, √থাক+ব+এ</td>
<td>কহিথাবে</td>
<td>√কহ+ই, √থা+ব+এ</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলে থাকবেন</td>
<td>√বল+এ, √থাক+ব+এন</td>
<td>কহিথাবেন</td>
<td>√কহ+ই, √থা+ব+এন</td>
<td>এক</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বলে থাকবেন</td>
<td>√বল+এ, √থাক+ব+এন</td>
<td>কহিথাবেন</td>
<td>√কহ+ই, √থা+ব+এন</td>
<td>বহু</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার সঙ্গে স্বরসমতি রক্ষা করে তাই যেখানে কিছু-এর সঙ্গে ‘ই’ বা ‘উ’ যুক্ত হয়েছে। আবার অষ্ট্রিক ভাষায় ক+অ = ক > কো (ক + ও) হয়েয়ে কহিটি > কোহিটি কল কোহ। সুতরাং উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

মূল ধাতুর সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় এবং স্বরাস্ত ধাতুর সঙ্গে ‘ওয়া’ প্রত্যয় যুক্ত করে নিজস্ব ধাতু গঠন করা হয়। তার সঙ্গে কালবিভক্তি, প্রকার বিভক্তি, পুরুষ বিভক্তি যোগ করে নিজস্ব ক্রিয়াপদ গঠন করা হয়।

খাওয়ান, পড়ান, শিখান, ধরান, বাজান, সাজান ইত্যাদি। তবে পুরুষ এবং কালে প্রয়োজক ক্রিয়াপদের বিভক্তি আলাদা আলাদা। যেমন —

<table>
<thead>
<tr>
<th>বর্তমান</th>
<th>অতীত</th>
<th>ভবিষ্যৎ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>আমি পড়াই</td>
<td>আমি পড়াইলাম</td>
<td>আমি পড়াব</td>
</tr>
<tr>
<td>তুই পড়াস</td>
<td>তুই পড়ালি</td>
<td>তুই পড়াবি</td>
</tr>
<tr>
<td>সে পড়াইয়া</td>
<td>সে পড়াইল</td>
<td>সে পড়াবে</td>
</tr>
<tr>
<td>আমি পড়াইচি</td>
<td>আমি পড়াইছিলাম</td>
<td>আমি পড়াই থাইকব</td>
</tr>
<tr>
<td>তুমি পড়াইচ</td>
<td>তুমি পড়াইছিলে</td>
<td>তুমি পড়াই থাইকবে</td>
</tr>
<tr>
<td>সে পড়াইচে</td>
<td>সে পড়াইছিল</td>
<td>সে পড়াই থাইকবে</td>
</tr>
</tbody>
</table>

আমি পড়াইথম
তুমি পড়াইথে
তুই পড়াথি
আপনি পড়াইথেন
সে পড়াথি

119311
যৌগিক ক্রিয়া ৪

'ইয়ে' অন্তক তবে ইয়ে-র 'ই' মূল ধাতুর মাঝখানে চলে আসে এবং 'আই' অন্তক অসামাপিক ক্রিয়া ও অসামাপিক ক্রিয়া যোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয় —

বইয়ে পড়, খাইয়ে জাখ্ব, ঘুমাই জাখ্ব, ফেইলে দাখতু / ফ্যালাই দাখতু, ধরাই দাখতু, ধাইরে খাখতু, পালাই জাখ্ব, দাঁড়াই থাক।

যৌগিক ক্রিয়ার বিকল্প সহায়ক ব্যবহার হিসেবে —

পড়িতু, ইয়েতু / ইয়েতু, বিকে দিব।

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ ও অস্ত্রিক ভাষার ক্রিয়াপদের মিল

ক্রিয়াপদ

সমাপিকা                   অসামাপিকা

অসামাপিকা       তে / ইতে অন্ত / অসামাপিকা লে /

এ / ইয়া অ--                   অসামাপিকা ক্রিয়া       ইলে অন্ত

পূর্বকালীন                   (নিমিত্তার্থে)                   শর্তসাপেক্ষ

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষায় যেভাবে এ/ইয়া অন্ত অসামাপিকা পদ গঠিত হয় হাড়ড়তে

ঠিক সেইভাবেই কাতে অন্ত পূর্বকালীন অসামাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

যেমন —

মিহির সাহেব উনিন্দা অনাক কাহিনি ইরাহি পারিমিতে তজমাকতে উচ্চাহলেহ অর্থত মিহির সাহেব তাঁর ঐসব পারিসভায় কাহিনী ইংরেজিতে তজম করে প্রকাশ

করেছিলেন।

খান / লেখান / লেখান ৪ ঝাড়খণ্ডী বাংলায় শর্তসাপেক্ষে অসামাপিকা

ক্রিয়াপদ গঠিত হয় লে / ইলে প্রতায় যোগে। এরকম কেজ্রে হাড়ড়ত তে দাড়ে কাথা বা

কাজ শেষের পরে খান, না হলে লেখান, না হলে লেখান শব্দাংশ যুক্ত হয়ে থাকে

যেমন —

১৯৫৩।।
বাজারে চলাচল খান লাঠু আওইমে
বাজারে গেলে মিষ্টি লিয়ে আইনবে।
আম কৌমিত্তি সুনির্দিষ্ট কাউমিত্রিম এখান – তুমি কাজটা সম্পূর্ণ কইলে টাকা পাবে।
খান + আগে শেষ হওয়ার শর্ত, লে অত্য অসমাপ্তিকার মতো। প্রতাক্ষ বাচা।
লেখান + আগে শেষ হওয়ার শর্ত, লে অসমাপ্তিকার মতো। প্রতাক্ষ বাচা সরাসরি
কথা বলার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে যুক্ত হয়।
লেখান + আগে শেষ হওয়ার শর্ত, লে অসমাপ্তিকার মতো। সপ্রতাক্ষ বাচা এবং
অক্ষর্ক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শেষে যুক্ত হয়।

ইতি / তে অন্ত অসমাপ্তি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হড়ড়ড়া-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় —
ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় হিসেবে প্রয়োগের সময়
চালা + চালাতে = যেতে যেতে
ঝঙ্গল ঝঙ্গল = দেখতে দেখতে
জম জমতে = যেতে যেতে
রাত রাতে = কাঁদতে কাঁদতে

হড়ড়ড়া - অসমাপ্তি

<table>
<thead>
<tr>
<th>কাতে</th>
<th>সম্পন্নতার শর্তসূচক (ইলে/লে)</th>
<th>তে</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>খান</td>
<td>লেখান</td>
<td>লেখান</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>সক্রম্ক ক্রিয়াতে যুক্ত হয়</td>
<td>অক্ষর্ক ক্রিয়াতে যুক্ত হয়</td>
</tr>
</tbody>
</table>

সে এবং দেচ অক্ষর্ক এবং লেন কারোগুলিও অক্ষর্ক ক্রিয়াপদেই যুক্ত হয়। লেখান শর্তসূচকটি অক্ষর্ক ক্রিয়াপদের পরে বসে সম্পন্নতার শর্ত ইলে/লে

১১০৪১।
ফেস্কল করে। তাছাড়া একমাত্র এবং তিনোগো অপ্রত্যক্ষবাচ্য ফেস্কল করে।

খান ৪ আমেম চালঁখান ইঞ্জিওঁ সেন ৫ আ = তুমি গেলে আমি যাব।

আম বড়োখান ইঞ্জ হ লাইয়াক্রমে = তুমি জানলে আমাকেও বলব।

সুতরাং পরামর্শার শত্রুতী হিসাবে খান শব্দাংশটি সকর্মক এবং অকর্মক দুই রকম ক্রিয়াপদেই যুক্ত হয়। তাছাড়া বাচা যেখানে প্রতাক্ষ কাজটি করছে সেখানেই খান শব্দটি যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

সত্ত্বার সামর্থ্য সূচক শব্দ তিনটি গঠ অ, অঁ অ, এবং গান ৫ ক্রিয়ামধ্যে সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন —

গঠ অ — নোয়া কলমতে অলগঠ আ = এই কলম লেখা যাবে।

অঁ অ — নোয়া কলমতে অলঅঁ আ = এই কলমে লেখা যায়।

গান ৫ — নোয়া কলমতে অলগান ৫ আ = এই কলমে লেখা সত্ত্ব।

তিনটিই সত্ত্বার সামর্থ্যসূচক। অপ্রত্যক্ষ বাচকতাও আছে।

ক্রিয়ামধ্যে তারো যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে পরিস্থিতি সূচক শব্দাংশ বলা হয়।

যেমন —

এক গ্লাস জল আন / আনো / আনুন।

মিৎ গ্লাস দা ৫ আওই মে। (সায়োতালী)

**অনুজ্ঞা সূচক**

<table>
<thead>
<tr>
<th>একবচন</th>
<th>দ্বিবচন</th>
<th>বহিবচন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>সে</td>
<td>মে</td>
<td>পে</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ঝাড়খন্ডী বাঙ্গালভাষার ধর্মনিত্ত, রূপনিত্ত শব্দাংশ ও ক্রিয়া ব্যবহারে অপ্রকৃত ভাষার সঙ্গে একটা মিল আমরা খুঁজে পাচ্ছি।

[[১৩৬]]
তথ্যসূত্র

১। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা : অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা : রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১।

২। তদের, পৃষ্ঠা-১।

৩। Material for A Santali Grammer-Vol-I, The Rev. P.O. Bodding, Page-I।

৪। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা : অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা : রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১৪৩।